Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

পাছে লোকে কিছু বলে

কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে কী পারবে না এই ভেবে। তা ছাড়া কাজটি করতে গেলে কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে, এই দ্বিধা ও সংকোচে তারা বসে থাকে, ফলে তাদের সংকল্পও দ্বিধান্বিত হয়।

যে কোনো কাজ করতে গেলে মনের দৃঢ় ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়। লোকলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে তাদের মনে এই দ্বিধা বা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই যে কাজ করার জন্য তারা সংকল্প করে, তা অন্যের সমালোচনায় বাধাগ্রস্ত হয়। নিন্দুক সবসময় ভুল সংশোধনকারী বন্ধু হিসেবে কাজ করে থাকে। নিন্দুক আছে বলেই মানুষ তার ভুল সংশোধন করে সঠিক পথে চলতে পারে। এই নিন্দুক মানুষকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা জোগায় বলে সারাজীবন নিন্দুকের উপস্থিতি কামনা করা উচিত।

প্রশ্ন: কবি কামিনী রায়ের মতে, একটি স্নেহের কথা কী ভূমিকা রাখতে পারে?

কবি মনে করেন যে এই পৃথিবীতে কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত হতে জন্মগ্রহণ করেনি। এখানে সবাই পরের উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করবে—এটাই মানবজীবনের ব্রত হওয়া উচিত।

সমাজে অনেক লোক আছে যারা মনে মনে মানুষের জন্য ভালো কোনো কাজ করতে চায়; কিন্তু প্রকাশ্যে লোকলজ্জা, অন্যের সমালোচনা ও নিন্দার ভয়ে তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখে। এ ধরনের মানুষের মনে কোনো শুভ, কল্যাণকর চিন্তা বুদবুদের মতো জেগে উঠলেও আবারও তা সমালোচনার ভয়ে নিভে যায়। অন্যের দুঃখ-বেদনায় তাদের প্রাণ কাঁদলেও সেটাকে কেউ দুর্বলতা ভাবতে পরে মনে করে চোখের পানি প্রাণপণে আটকায়। তেমনি সামান্য একটি স্নেহের কথায় অন্যের ব্যথা কমতে পারে জেনেও উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে তারা চলে যায়। অন্যের সমালোচনাকে তারা এতটাই প্রাধান্য দেয় যে মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে সমাজের অনেকে ঐক্যবদ্ধ হলেও তারা সেই দলে যোগ দিতে পারে না। তাদের সব শক্তি নিন্দুকের ভয় ও সমালোচনাতেই মরে যায়।

প্রশ্ন: 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
প্রশ্ন: মহত্ উদ্দেশ্যে দলের সাথে কবি মিশতে পারে না কেন?